International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 699-705
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i4.097

বেন্থামের উপযোগিতাবাদে সুখের প্রকৃতি: পরিমাণ ও গুণের দ্বৈত বিশ্লেষণ

রাজিবুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 03.07.2025; Accepted: 12.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Jeremy Bentham's theory of utilitarianism states that the right action is the one that brings the greatest happiness to the greatest number. He believed that pleasure (happiness) and pain are the two main factors that guide human behavior. To assess how good or bad an action is, Bentham proposed seven points or "criteria" – such as how intense the pleasure is, how long it lasts, how certain it is, and how many people are affected. This is known as the "hedonistic calculus." Many people think Bentham only emphasized the quantity of pleasure, but this is not entirely true. Some of his points – like purity (how free the pleasure is from pain) and fecundity (whether it leads to more pleasure later) – also indicate that he cared about the quality of pleasure. This means Bentham didn't just believe that more pleasure is better, but that better kinds of pleasure also matter. So, Bentham was not simply a numbers-based thinker; he was a thoughtful philosopher who understood human emotions and experience. His ideas remain significant today when considering justice, fairness, and societal decision-making.

Keywords: *Utilitarianism, Happiness, Pain, Hedonistic Calculus, Ethics.*

উপযোগিতাবাদ (Utilitarianism) নীতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ, যা বলে— কোনো কাজ নৈতিকভাবে ভালো কি না, তা নির্ভর করে ওই কাজ মানুষের জন্য কতটা উপকার বা সুখ এনে দেয় তার ওপর। এর মূল নীতি হলো-- "সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল" (বারী, ১৯৯৪, পা-৩০)। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া ভালো যে, উপযোগিতাবাদীরাই এই শব্দগুচ্ছটি প্রথম ব্যাবহার করেছেন- তা কিন্তু নয়। শব্দগুচ্ছটি হাচিসন (Hutcheson) উপযোগিতাবাদীদের আগেই প্রয়োগ করেছেন। (Lillie, 1955, p.184) কাজের উপাদানগত ভালত্ব এবং রূপগত ভালত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ প্রসঙ্গে তিনি এই শব্দগুচ্ছটি ব্যাবহার করেছেন। যাই হোক, উপযোগিতাবাদের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) অন্যতম- কথাটি বলাই যায়। তাঁর এই মতবাদ উনিশ শতকের প্রথম দিকে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং নৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি মনে করতেন, আনন্দ বা সুখ (pleasure) আর বেদনা বা কষ্ট (pain)—এই দুইটি বিষয়ই মানুষের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই কোনো কাজ সঠিক কি না, সেটা বুঝতে হলে দেখতে হবে, সেই কাজের ফলে মানুষের আনন্দ বাড়ছে কি না।

এই কারণেই বেন্থাম আনন্দ ও বেদনাকে মাপার একটি পদ্ধতির কথা বলেন, যেটি নীতিবিদ্যার ইতিহাসে "সুখবাদী কলণ" (Hedonistic Calculus) নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে তিনি বলেন, কোনো কাজ থেকে আসা আনন্দ কতটা তীব্র, কতক্ষণ স্থায়ী, কতটা নিশ্চিত, ভবিষ্যতে আর আনন্দ বাড়ায় কি না, কতটা বিশুদ্ধ বা নিখাদ, কতজনকে প্রভাবিত করে—এসব বিষয় বিবেচনা করে বুঝতে হবে কাজটি কতটা ভালো বা মঙ্গলজনক। বেন্থামের ভাষায়ঃ "To a number of persons, with reference to each of whom the value of a pleasure or a pain is considered, it will be greater or less, according to seven circumstances."(Bentham,

1789, pp. 29-30) অর্থাৎ, সাতটি অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রতিটি মানুষের আনন্দ ও বেদনার মূল্য নিরূপণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

এই সব কথার জন্যই তো অনেকে বলেন, বেন্থাম কেবলমাত্র আনন্দ বা সুখের পরিমাণ নিয়েই ভাবতেন, মান বা গুণ নিয়ে ভাবতেন না। অর্থাৎ তিনি যান্ত্রিকভাবে বলতেন— যে কাজ বেশি সুখ দেয় সেটাই ভালো। কিন্তু আসলেই কি তাই? যদি আমরা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখা যাবে—বেন্থাম শুধু সুখের পরিমাণ নয়, সুখের প্রকৃতি বা গুণগত দিক নিয়েও চিন্তাভাবনা করেছেন। যেমন, 'তীব্রতা', 'বিশুদ্ধতা', 'উৎপাদকতা'—এই সব বিষয়ের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, সব সুখ একরকম নয়। কিছু সুখ হয় গভীর, কিছু হয় হালকা; কিছু সুখ আবার আরও ভালো কিছু ঘটায় ভবিষ্যতে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায়, তিনি সুখের মান বা গুণ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন (Bentham, 1789, pp. 30-31)। এই প্রবন্ধে আমরা তুলে ধরব যে, বেন্থাম কেবল পরিমাণ নয়, গুণের দিকও বিবেচনায় এনেছেন। আমরা তাঁর লেখার ভেতরে গিয়ে দেখবো, কিভাবে তিনি এই দিকগুলো উল্লেখ করেছেন, এবং কিভাবে সেটি পরে জন স্টুয়ার্ট মিলের চিন্তার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এর ফলে আমরা বেন্থামকে নতুনভাবে বুঝতে পারব—শুধু এক যান্ত্রিক সুখবাদী হিসেবে নয়, বরং একজন গভীর চিন্তাশীল নীতিবিদ হিসেবে।

বেন্থামের পরিমাণগত সুখতত্ত্ব

জেরেমি বেন্থাম তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789)-এ মানুষের নৈতিক আচরণের ভিত্তি নির্ধারণে এক অভিনব ধারণা উপস্থাপন করেন, যেটি তিনি নির্মাণ করেন আনন্দ ও বেদনা—এই দুইটি মৌলিক মানব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। তাঁর মতে, মানুষ যা কিছু করে, তা করে মূলত এই দুই শক্তির প্রভাবেই। তিনি লিখেছেন: "Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure" (Bentham, 1789, p. 1)। অর্থাৎ, প্রকৃতি মানব জাতিকে সুখ ও দুঃখ নামক দুটি প্রধান শাসকের অধীনে রেখেছে। সহজ কথায়, মানুষের সকল আচরণ, সিদ্ধান্ত ও নৈতিক মূল্যবোধ শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় এ দুইটি অনুভূতির পরিমাণ ও মাত্রার ওপর। আমরা যা করি, যা বলি এবং যা চিন্তা করি তার সবটাই নির্ধারিত হয় সুখ ও দুঃখের দ্বারা। মানুষ সুখ-দুঃখের অধীনতা থেকে মুক্ত হতে চাইলেও সে পারেনা। এই চিন্তাভাবনা থেকে বেন্থাম এমন একটি পদ্ধতির কথা বলেন, যার মাধ্যমে নৈতিক কাজের সুখ ও দুঃখ পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিই "সুখবাদী কলণ" নামে পরিচিত। যদিও বেন্থাম নিজে 'Hedonistic calculus' শব্দগুচ্ছটি তাঁর গ্রন্থের কোথাও ব্যবহার করেননি, তবে তাঁর সুখ-দুঃখের সাতটি মানদণ্ড ভিত্তিক মূল্যায়ণ প্রক্রিয়াকে পরবর্তীকালে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। সাতটি মানদণ্ড বা সূচক হল:

(১) তীব্রতা (Intensity) - সুখ কতটা প্রবল বা গভীর।
(২) স্থায়িত্ব (Duration) - সুখ কতক্ষণ স্থায়ী হয়।
(৩) নিশ্চিততা (Certainty) - সুখ আসবে কি না, তা কতটা নিশ্চিত।
(৪) সান্নিধ্য (Propinquity) - সুখ কবে ঘটবে; খুব শিগগির না অনেক পরে।
(৫) উৎপাদকতা (Fecundity) - ওই সুখ ভবিষ্যতে আরও সুখ আনবে কি না।
(৬) বিশুদ্ধতা (Purity) - সুখের সঙ্গে কষ্ট বা অশান্তির মিশ্রণ আছে কি না।
(৭)ব্যাপ্তি (Extent) - কতজন মানুষ এই সুখে উপকৃত হবে।(Bentham, 1789, pp. 29-31)

এই সাতটি মানদণ্ড দেখে বোঝা যায়, বেন্থাম একটি পরিসংখ্যানভিত্তিক কাঠামো তৈরি করতে চেয়েছেন, যার মাধ্যমে যেকোনো কাজের নৈতিকতা নির্ধারণ করা যাবে পরিমাণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো কাজের ফলে পাঁচজন মানুষ স্বল্প মাত্রার আনন্দ পায়, কিন্তু অন্য কোনো বিকল্পে দুইজন মানুষ গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ পায়—তাহলে কোন কাজটি অধিকতর নৈতিক? বেন্থামের মতে, এই সাতটি সূচক বিবেচনা করে, নির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া সম্ভব। বেন্থাম নিজেই বলেছেনঃ "Sum up all the values of all the pleasures on the one side, and those of all the pains on the other. The balance, if it be on the side of pleasure, will give the good tendency of the act upon the whole, with respect to the interests of that individual person; if on the side of pain, the bad tendency of it upon the whole." (Bentham, 1789, pp.31) অর্থাৎ, তিনি বলতে চেয়েছেন, একদিকে সব সুখের মূল্য ও অপর দিকে সব দুঃখের মূল্যকে যোগ

করতে হবে। তাতে যদি দেখা যায় যে সুখের পাল্লা ভারি তাহলে সে কাজ ভালো। আর যদি দেখা যায় দুঃখের পাল্লা ভারি তাহলে সে কাজ মন্দ। এই ধরনের চিন্তাভাবনার কারণে বেন্থামকে প্রায়ই বলা হয় "পরিমাণগত উপযোগবাদী"। তাঁর সুখবাদের মূলতত্ত্বে তিনি সুখকে এমনভাবে দেখেছেন যেন এটি একটি পরিমাপযোগ্য সংখ্যা বা হিসাব, যেটি কেবলমাত্র "কতটা সুখ" হয়েছে তা নির্ধারণ করে, কিন্তু "কেমন সুখ" তা নিয়ে ভাবনা করে না। বহু পণ্ডিত, বিশেষ করে জন স্টুয়ার্ট মিল-পরবর্তী ব্যাখ্যাকারীরা, এই পয়েন্টটি তুলে ধরে বলেন যে, বেন্থামের তত্ত্বে সুখের গুণগত দিক নেই, সব সুখ সমানভাবে গণ্য।

তবে এই সাধারণ ব্যাখ্যার ভেতরেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়—বেন্থামের সাতটি মানদণ্ড কি সত্যিই শুধু পরিমাণের বিষয়? যেমন, তীব্রতা বা বিশুদ্ধতা কি শুধুই মাপার বিষয়, নাকি এগুলোর মধ্যেই গুণগত দিকও অন্তর্নিহিত? আমরা যদি "তীব্রতা" (intensity) বা "উৎপাদকতা" (fecundity)-কে গভীরভাবে বুঝি, তাহলে দেখা যাবে—এসব মানদণ্ড কেবল সংখ্যার হিসাবে ফেলা যায় না; এগুলো একেকটি অনুভূতির মান, গভীরতা ও ভবিষ্যৎ প্রভাবের দিক থেকেও বিচারযোগ্য। তবুও, সাধারণভাবে এই ধাপে বেন্থামের চিন্তাকে মূলত একটি পরিমাণগত পদ্ধতি বলেই গণ্য করা হয়। কারণ, তিনি এভাবে একটি নিরপেক্ষ এবং গাণিতিক কাঠামো দাঁড় করাতে চেয়েছেন, যা নৈতিকতার মূল্যায়নকে যুক্তিসঙ্গত ও গণনাযোগ্য করে তোলে।

গুণগত সুখের ইঙ্গিত: বেন্থামের দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্তর্নিহিত দ্বৈততা

জেরেমি বেন্থামের উপযোগিতাবাদ অনেক সময় একপাক্ষিকভাবে 'পরিমাণগত সুখতত্ত্ব' বলে চিহ্নিত করা হলেও, গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তাঁর 'সুখবাদী কলণ' কেবল সংখ্যা হিসাবেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তিনি এমন এক কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন, যেখানে মানবিক অভিজ্ঞতার জটিলতা, গুণগত রূপভেদ এবং মানসিক-সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বেন্থামের সাতটি মানদণ্ডের দিকে যদি আমরা একটু গভীরভাবে নজর দিই—

তীব্রতা (intensity): এটি শুধু পরিমাণগত মাত্রা নয়, বরং অনুভূতির গভীরতা, মানসিক অভিঘাত এবং অভিজ্ঞতার মান বোঝায়। "তীব্রতা" বলতে বেন্থাম বোঝাতে চেয়েছেন যে, আনন্দ কতটা গভীর বা প্রবল, এবং এই আনন্দ কেবল সময় বা পরিমাণের মাধ্যমে মাপা যায় না। এক টুকরো চকোলেট খাওয়ার আনন্দ তীব্র হতে পারে, কিন্তু তা একটি উৎকৃষ্ট কবিতা পাঠের মতো মানসিক ভাবোত্তেজনা ও গভীর আনন্দ দিতে পারে না। এই পার্থক্য আনন্দের অভিজ্ঞতাগত প্রকৃতি বা subjective quality-র দিক নির্দেশ করে, যা এক অর্থে গুণগত। অর্থাৎ সব আনন্দ সমান নয়—এদের রকমফের থাকে, গভীরতা থাকে, যা সহজে পরিমাপযোগ্য নয়।

বিশুদ্ধতা (purity): "বিশুদ্ধতা" (purity) মানদণ্ডে বেন্থাম বোঝাতে চেয়েছেন—একটি আনন্দ কতটা অকলুষিত বা বেদনা থেকে মুক্ত। যেমন, অ্যালকোহল সেবন আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু তা প্রায়ই পরবর্তী কষ্ট বা অনুশোচনার কারণ হয়। এর বিপরীতে, বন্ধুকে সাহায্য করার পর যে আত্মিক প্রশান্তি আসে, তা তুলনামূলকভাবে বিশুদ্ধ, কারণ এর মধ্যে কষ্ট বা নেতিবাচক প্রভাব কম থাকে। এই বিশুদ্ধতা একটি নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষতার নির্দেশক, যা কেবল সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত নয় (Bentham, 1789, p. 30)।

"উৎপাদকতা" (fecundity): "উৎপাদকতা" মানদণ্ডটিও একইভাবে গুণগত চিন্তার অন্তর্গত। বেন্থাম এতে বোঝাতে চেয়েছেন, কোনো একটি আনন্দ ভবিষ্যতে আর আনন্দ ডেকে আনবে কি না। উদাহরণস্বরূপ, সংগীতশ্রবণ, ধ্যান বা সাহিত্যপাঠ হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে অতটা তীব্র আনন্দ দেয় না, কিন্তু তা দীর্ঘমেয়াদে চিন্তা, আত্মসচেতনতা ও অভিজ্ঞতার গভীরতা বাড়িয়ে দেয়। এটি একটি সাংস্কৃতিক ও মানসিক গুণ, যা শুধু সময় বা পরিমাণ দিয়ে মাপা সম্ভব নয়।

এখানে লক্ষণীয়, এসব সূচকের মাধ্যমে বেন্থাম আমাদের আনন্দের মানগত রূপ বোঝাতে চেয়েছেন, যদিও তিনি সরাসরি "qualitative" শব্দটি তাঁর গ্রন্থে ব্যবহার করেননি। ফলে তাঁর তত্ত্বে একধরনের অন্তর্নিহিত দ্বৈততা দেখা যায়—যেখানে একদিকে একটি যান্ত্রিক পরিমাপের প্রচেষ্টা, অপরদিকে সেই পরিমাপের মাধ্যমে এমন বিষয় বিশ্লেষণ, যেগুলোর গুণগত দিকও রয়েছে।

এছাড়া, "ব্যাপ্তি" (extent) বা কতজন উপকৃত হচ্ছে—এই মানদণ্ডটিকেও অনেক সময় কেবল পরিমাণগত মনে করা হয়। তবে এটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও জায়গা করে নেয়। কারণ, এখানে প্রশ্ন ওঠে—এই আনন্দ কোন শ্রেণির

মানুষ পাচ্ছে? প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পাচ্ছে, না কেবল সুবিধাভোগীরা? এটি সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমবন্টনের দিকেও ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ, কারা উপকৃত হচ্ছে এবং কোন শ্রেণির ওপর সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়ছে, সেটিও বিবেচনায় আসে। এটা নৈতিক বিচারকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সামগ্রিক চিন্তায় উন্নীত করে। ফলে এখানে একটি গুণগত বিচার স্পষ্ট হয়ে ওঠে (Bentham, 1789, p . 30)।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—বেন্থামের দর্শনে সময় ও ধারাবাহিকতার বিবেচনা। তিনি যখন আনন্দকে মূল্যায়ন করেন, তখন শুধুমাত্র সে মুহূর্তের অভিজ্ঞতা নয়, বরং সেই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে কিভাবে ব্যক্তির চিন্তা, মানসিকতা, এবং আচরণে প্রভাব ফেলবে—সেই দিকটিও বিবেচনায় আনেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল যান্ত্রিক গণনার মধ্যে পড়ে না, বরং তা আত্মিক, মানসিক ও নৈতিক অভিজ্ঞতার একটি সামগ্রিক জগৎ উপস্থাপন করে।

যদিও বেন্থাম মিলের মতো সরাসরি উচ্চতর (higher) ও নিম্নতর (lower) সুখের পার্থক্য করেননি, তবু তাঁর মানদণ্ডের ভাষ্য এবং তার প্রয়োগের ব্যাখ্যার ভেতরেই আমরা গুণগত সুখের ইঙ্গিত খুঁজে পাই। এক্ষেত্রে বলা যায়, বেন্থামের দর্শন গাণিতিক কাঠামো ব্যবহার করেও ব্যক্তিগত আনন্দ ও সামাজিক কল্যাণের গভীর আন্তঃসম্পর্ককে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর তত্ত্বে যান্ত্রিকতা যেমন আছে, তেমনি কিছু সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতাগত ও নৈতিক বিশ্লেষণও রয়েছে—যা পরবর্তীকালে জন স্টুয়ার্ট মিলের মতবাদের ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

মিলের সমালোচনা ও তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ

জেরেমি বেন্থামের উপযোগিতাবাদ মূলত সুখ ও বেদনার পরিমাণগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হলেও, জন স্টুয়ার্ট মিল এই ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটান। তিনি মনে করেন, সব ধরনের আনন্দ একরকম নয়—আনন্দের রূপগত বা গুণগত পার্থক্য আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বেন্থামের তুলনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে উপযোগিতাবাদে। মিল তাঁর Utilitarianism (1863) গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায় বলেন—'It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied" (Mill, 1863, p. 10)। এই বক্তব্যের মাধ্যমে মিল বোঝাতে চান যে, মানবিক বোধ, চেতনা, নৈতিক দায়বদ্ধতা এবং আত্মসচেতনতা থেকে যে আনন্দ সৃষ্টি হয়, তা ইন্দ্রিয়গত বা শারীরিক সুখের তুলনায় অনেক বেশি উচ্চমানের, এমনকি যদি সেই উচ্চ মানের আনন্দ সম্পূর্ণ তৃপ্তি না দেয় তবুও। অর্থাৎ, সব সুখ সমান নয়, কিছু সুখ মানবিক ও নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠতর।

মিল এই পার্থক্যকে বোঝাতে উচ্চতর ও নিম্নতর সুখের ধারণার অবতারণা করেন। যেমন, সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শনচর্চা, সহানুভূতি বা আত্মত্যাগের মতো অভিজ্ঞতা—এসব "higher pleasures"-এর অন্তর্গত। অন্যদিকে খাওয়া, ঘুম, শারীরিক তৃপ্তি প্রভৃতি "lower pleasures" বা নিম্নতর সুখ। মিল মনে করেন, একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যে দুটো রকমের সুখই উপভোগ করেছে, সে অবশ্যই উচ্চতর সুখকে বেশি মূল্য দেবে, তা তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণে হলেও। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে—মিল যে গুণগত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন, সেটি কি সম্পূর্ণ নতুন? অনেক চিন্তাবিদ এবং বেন্থাম-ব্যাখ্যাকারীর মতে, এর উত্তর "না"। মিলের নতুনত্ব বাস্তবিক অর্থে একটি ভাষাগত ও কাঠামোগত রূপান্তর, যা মূলত বেন্থামের ভাবনারই একটি সম্প্রসারণ।

রাজনৈতিক চিন্তাবিদ কুয়েনটিন স্কিনার (Quentin Skinner) এই বিষয়ে মন্তব্য করেন: "Although Bentham's felicific calculus is quantitative in form, its categories of fecundity and purity implicitly capture qualitative dimensions of pleasure" (Skinner, 1990, p. 85)। অর্থাৎ, বেন্থামের যে 'সুখবাদী কলণ' কাঠামোটি ছিল, তা বাহ্যিকভাবে গাণিতিক হলেও, তার ভিতরে সুখের গুণগত দিক অনেকখানি অন্তর্নিহিত ছিল। বিশেষ করে তাঁর ব্যবহৃত "purity" এবং "fecundity" শব্দদ্বয় কেবল মাপজোখের বিষয়ে নয়, বরং আনন্দের প্রকৃতি, স্থায়িত্ব ও মান-এর দিকেও দৃষ্টি রাখে।

এমনকি "intensity" বা "তীব্রতা"-র মধ্যেও কিছুটা আত্মিক বা মানসিক গভীরতা বোঝানোর চেষ্টা রয়েছে, যেটি সরল পরিমাণগত বিশ্লেষণের বাইরে পড়ে। ফলে অনেক গবেষক মনে করেন, মিল যেভাবে উচ্চতর ও নিম্নতর সুখের বিভাজন তৈরি করেছেন, তার প্রাথমিক ভিত্তি বেন্থামের তত্ত্বে ইতোমধ্যে উপস্থিত ছিল—তবে মিল তা নতুন রূপে, পরিষ্কারভাবে ভাষায় প্রকাশ করেছেন। মিল নিজেও বেন্থামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁকে

নৈতিকতার আধুনিক যুক্তিবাদী ভিত্তি রচনার পথিকৃত হিসেবে দেখেছেন। তাঁর কাজ ছিল সেই ভিত্তিকে নৈতিক অভিজ্ঞতার গভীরতা ও আত্মিক বৈচিত্র্য অনুযায়ী পরিশীলিত করা। এ কারণে মিলের তত্ত্বে দর্শনের সঙ্গে সাহিত্য ও নৈতিক অভিজ্ঞতার সংবেদনশীল দিকগুলিও যুক্ত হয়।

এই তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, বেন্থাম এবং মিলের মধ্যে পার্থক্য যতটা না মূল দর্শনে, তার চেয়ে বেশি ব্যাখ্যার ভাষা ও দৃষ্টিকোণের গভীরতায়। মিল সুখের গুণগত বৈচিত্র্যকে সরাসরি আলোচনায় এনেছেন, অথচ বেন্থামের কাঠামোতেও সেই সূক্ষ্ম গুণগত দিকগুলোর ইঙ্গিত আগে থেকেই ছিল—যা পরবর্তীতে মিল ব্যাখ্যামূলকভাবে প্রসারিত করেছেন।

নৈতিক সিদ্ধান্তে পরিমাণ ও গুণ

নীতিনির্ধারণ বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে—আমরা কি শুধু সুখ কতটা বেশি বা কম (পরিমাণ) তা বিবেচনা করব, নাকি সুখ কেমন ধরনের বা কতটা মূল্যবান (গুণমান) সেটাও সমানভাবে গুরুত্ব দেব? উপযোগিতাবাদের পরিমাণবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে, যত বেশি সংখ্যক মানুষ যত বেশি মাত্রায় আনন্দ অনুভব করে, সিদ্ধান্তটি ততই নৈতিক। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি সম্ভাব্য বিপদ রয়েছে—এটি মানুষের ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা এবং অভ্যন্তরীণ অনুভবের সূক্ষ্মতা উপেক্ষা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক মঞ্চে কাউকে অপমানিত করে আনন্দ পায়, তবে 'সুখবাদী কলণ' অনুযায়ী এটি একটি লাভজনক আনন্দের ঘটনা। কিন্তু এই আনন্দ তীব্র বা ব্যাপক হলেও তা "pure" নয়, কারণ এটি একজন ব্যক্তির উপর মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে সৃষ্ট; এটি অন্যকে কষ্ট দিয়ে পাওয়া আনন্দ। পাশাপাশি, এটি "fecund"-ও নয়, এর ফলস্বরূপ দীর্ঘমেয়াদি সৌন্দর্য, নৈতিক অনুপ্রেরণা বা মানসিক উন্নতি সৃষ্টি হয় না। বরং, এতে সামাজিক অসংবেদনশীলতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্ম নেয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, যদি আমরা কেবল সংখ্যা বা অনুভূতির তীব্রতা বিচার করি, তাহলে অনেক নৈতিক বিকৃতি যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হতে পারে। এইরকম পরিস্থিতিতে গুণগত মূল্যায়ন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বেন্থামের নিজস্ব তত্ত্বেও এই বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় রয়েছে—যেমন তাঁর purity ও fecundity মানদণ্ড, যা আনন্দের নৈতিকতা ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।

ফলত, আমরা যদি বেন্থাম প্রদত্ত সাতটি মানদণ্ডকে একটি কঠোর পরিমাণবাদী কাঠামো না ধরে বরং একটি নৈতিক সিদ্ধান্তের পরিশীলিত বিশ্লেষণী পদ্ধতি হিসেবে দেখি, তাহলে বুঝতে পারি যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে গুণ ও পরিমাণের মধ্যে কোনও দ্বান্দ্বিকতা নেই, বরং একটি সুসংবদ্ধ সমন্বয় রয়েছে। পরিমাণ ও গুণ, এই উভয় দিক বিবেচনায় নেওয়াই উপযোগ নীতির একটি উন্নত সংস্করণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে, যেখানে সিদ্ধান্তের ন্যায়সংগততা কেবলমাত্র গণনাভিত্তিক নয়, বরং মানবিক বোধ, মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতার গুণগত বিশ্লেষণের উপরও নির্ভর করে।

এই সমন্বিত কাঠামোই পরবর্তীকালে পিটার সিঙ্গার, অমর্ত্য সেন প্রমুখ চিন্তাবিদদের লেখায় আরও সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়—যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে 'capabilities', 'rights' ও 'dignity'-র মতো ধারণা যুক্ত হয়েছে (Singer, Practical Ethics, 2011, p. 20; Sen, The Idea of Justice, 2009, pp. 152-154)। সুতরাং বেন্থামের তত্ত্ব একটি প্রাথমিক রূপরেখা হিসেবে দাঁড়ালেও, তার ভেতরে একটি দার্শনিক নমনীয়তা ও বিস্তারের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, যা গুণ ও পরিমাণ উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে উদ্বুদ্ধ করে।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে বেন্থামের প্রাসঙ্গিকতা

আজকের বিশ্বে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জননীতি (public policy) নির্ধারণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত অনেক জটিল প্রশ্নে উপযোগিতাবাদের চিন্তাধারা গভীর প্রভাব বিস্তার করছে। যেমন জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, পরিবেশনীতি কিংবা প্রযুক্তিনীতির মতো ক্ষেত্রগুলোতে সরকার ও নীতিনির্ধারকরা প্রায়শই এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন যা বৃহত্তর সংখ্যক মানুষের মঙ্গল বা ক্ষতির প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক করোনা মহামারির সময়কাল। তখন সরকারকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল—যেমন স্কুল ও অফিস বন্ধ রাখা, লকডাউন জারি করা, কিংবা টিকাকরণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ—যার ফলে কিছু জনগোষ্ঠী তাৎক্ষণিক ক্ষতির সম্মুখীন হলেও বৃহত্তর

জনসংখ্যার মঙ্গল সাধিত হতো। এই ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্তকে ন্যায়সঙ্গত করতে "সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ" নীতিটি কার্যকরী বিবেচিত হয়।

তবে এই সিদ্ধান্তগুলি কেবল পরিমাণগত বিচারে যথার্থ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একটি নীতির ফলে সংখ্যার বিচারে অনেক মানুষ উপকৃত হলেও, যদি কিছু গোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় বা নৈতিক মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়, তাহলে তা প্রকৃত নৈতিকতার মানদণ্ডে খাটে না। এখানেই বেন্থাম প্রদত্ত সাতটি মানদণ্ডের "fecundity" (আনন্দ কতটা স্থায়ী, ভবিষ্যতেও পুনরুৎপাদনযোগ্য) ও "certainty" (আনন্দের সম্ভাব্যতা ও স্থিতিশীলতা) ইত্যাদি গুণগত মানদণ্ড আজও প্রাসঙ্গিক। উদাহরণস্বরূপ, শিশুরা স্কুলে না গিয়ে অনলাইন শিক্ষায় অংশ নিলে তাৎক্ষণিক সংক্রমণ কমলেও তাদের মানসিক বিকাশ, সামাজিক মেলামেশার অভাব ও দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাগত ক্ষতি—এইসব বিষয়গুলো কেবল সংখ্যাগত ক্ষতি হিসেবে নয়, মানসিক ও সামাজিক গুণগত ক্ষতির পরিমাপক হিসেবেও মূল্যায়ণযোগ্য। বেন্থামের কাঠামো এই ধরনের মানদণ্ড ব্যবহারের অনুমতি দেয়, যদিও তা সরাসরি উচ্চারণ করেননি।

আবার পরিবেশনীতির প্রসঙ্গে দেখা যায়, কোনো একটি অর্থনৈতিক প্রকল্প লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, তবে যদি তা দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে, তাহলে "fecundity" ও "purity"-এর মতো মানদণ্ডে সেই সুখ বা মঙ্গল নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এভাবেই বেন্থামের কাঠামো, যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে, গুণগত বিচারের সুযোগ করে দেয়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, বেন্থামের উপযোগিতাবাদের দর্শন শুধুমাত্র একটি ইতিহাসগত ভাবনা নয়, বরং আজকের জটিল বাস্তবতায়ও একটি কার্যকর এবং বিবেচনাযোগ্য নৈতিক মডেল। তাঁর পরিমাণ ও গুণের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক নীতিনির্ধারণে যেমন বাস্তবতা-মূলক, তেমনি মানবিক।

নীতিনির্ধারণ ও মানবিকতা: বেন্থামের প্রাসঙ্গিকতা

নৈতিক সিদ্ধান্ত বা নীতিনির্ধারণে শুধুমাত্র সংখ্যাগত লাভ-ক্ষতির হিসাবই নয়, বরং মানবিক অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক। বেন্থাম প্রদত্ত সুখবাদি কলণ (যদিও একটি পরিমাণনির্ভর কাঠামো) তবু এতে এমন কিছু সূক্ষ্ম মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত আছে, যা মানবিকতা ও সামাজিক ন্যায়বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। "Purity" এবং "Fecundity"-এর মতো মানদণ্ড কেবল আনন্দের পরিমাণ নয়, বরং তার গুণগত গভীরতা, স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যতের প্রভাব পর্যন্ত বিবেচনা করে।

আধুনিক নীতিনির্ধারণে এই দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য অপরিসীম। যেমন, রাষ্ট্র যদি কেবল সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়—যা সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের উপকারে আসে—তবে তা হয়তো সংখ্যালঘুদের অধিকারের হানির কারণ হতে পারে। সেখানে বেন্থামের সূক্ষ্ম গুণগত মানদণ্ড আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, নীতিনির্ধারণের বিচার শুধু "কতজন" উপকৃত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে না, বরং "কারা", "কীভাবে" এবং "কতটা স্থায়ী ও অর্থবহ" সেই মঙ্গল—এই প্রশ্নগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এজন্যই বলা যায়, বেন্থামের চিন্তা আজকের বৈশ্বিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিনৈতিক পরিসরে এক গভীর মানবিক মডেল হিসেবে মূল্যবান। তাঁর দর্শন আমাদের শেখায়, ন্যায় বা কল্যাণ কেবল গণনাযোগ্য সুখের যোগফল নয়, বরং একটি নৈতিক অনুভব, যা মানুষের সম্মান, স্বাধীনতা ও ভবিষ্যতের গুণগত সম্ভাবনার সঙ্গে জড়িত।

উপসংহার

জেরেমি বেন্থামকে দীর্ঘদিন ধরে একমাত্র 'পরিমাণগত উপযোগবাদী' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেক পাঠক ও চিন্তাবিদ তাঁর সুখবাদী কলণকে এমন এক যান্ত্রিক কাঠামো বলে মনে করেছেন, যেখানে শুধুমাত্র সংখ্যাগত দিক বিবেচনা করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি বেন্থামের ভাবনার একটি একপাক্ষিক পাঠ। তবে, বেন্থামের মূল রচনাগুলিকে যদি গভীরভাবে পাঠ করা হয়—বিশেষ করে তাঁর সাতটি মানদণ্ডের বিশ্লেষণ—তাহলে বোঝা যায় যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র সংখ্যার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। বরং আনন্দ ও বেদনার যে মানদণ্ড তিনি নির্ধারণ করেন, তার অন্তর্নিহিত স্তরে এমন কিছু দিক রয়েছে—যেমন তীব্রতা, বিশুদ্ধতা, উৎপাদকতা—যেগুলি মানসিক, নৈতিক, ও সাংস্কৃতিক গুণাবলিকে নির্দেশ করে। এই মানদণ্ডগুলি কেবল পরিমাণ নয়, গুণগত বৈশিষ্ট্যও বহন করে।

যদিও জন স্টুয়ার্ট মিল পরবর্তী কালে 'উচ্চতর' ও 'নিম্নতর' সুখের একটি স্পষ্ট শ্রেণিবিন্যাস প্রস্তাব করেন এবং এই পার্থক্যের উপর গুরুত্বারোপ করেন, তবুও অনেক চিন্তাবিদ একমত যে, মিলের ধারণার ভিত্তি বেন্থামের কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছিল। কুয়েন্টিন স্কিনারের মতো বিশ্লেষক একে বলেছেন—"গাণিতিক কাঠামোর আড়ালে গুণগত বাস্তবতা লুকিয়ে আছে" (Skinner, 1990, p. 85)। অর্থাৎ, বেন্থামের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক ধরনের দ্বৈততা বা দ্বিমাত্রিকতা রয়েছে—যা শুধু সংখ্যার হিসেবই নয়, বরং অভিজ্ঞতার প্রকৃতি, প্রভাব, এবং গভীরতাকেও বিবেচনায় আনে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বেন্থামের উপযোগিতা নীতি কোনো রকম যান্ত্রিক বা একমাত্রিক সিদ্ধান্ত নীতি নয়। বরং এটি মানবজীবনের নানাবিধ অনুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং মনস্তাত্ত্বিক অনুরণনের একটি বিস্তৃত পরিসরকে ধারণ করে। তাঁর সুখতত্ত্ব একটি দ্বিমাত্রিক কাঠামো—যেখানে পরিমাণ ও গুণ উভয়ই নৈতিক বিচার ও মূল্যায়নের কেন্দ্রে অবস্থান করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নয়, বরং সামাজিক ন্যায়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, এবং রাষ্ট্রনৈতিক নীতি নির্ধারণেও প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

সুতরাং, বেন্থামের দর্শনকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের তাঁকে কেবল একটি "যান্ত্রিক সুখবাদী" হিসেবে দেখার বদলে, একজন এমন চিন্তাবিদ হিসেবে দেখতে হবে—যিনি মানসিক সুখ ও বেদনার জটিল এবং সূক্ষ্ম স্তরগুলোকে বুঝতে চেয়েছিলেন এবং নৈতিক নীতিগুলিকে একটি যুক্তিযুক্ত ও মানবিক ভিত্তিতে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন।

তথ্যসূত্র:

1. Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford ed., 1907). Oxford: Clarendon Press.
2. Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn.
3. Skinner, Q. (1990). *The Foundations of Modern Political Thought*: Volume 2. Cambridge University Press.
4. Singer, P. (2011). *Practical Ethics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
5. Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
6. Lillie, William. (1955). *An Introduction to Ethics*. London: Methuen & Co. Ltd.
7. বারী, এম এ। (১৯৯৪) *উপযোগবাদ: তত্ত্ব ও সমীক্ষা*। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি।